সর্ব কনিষ্ঠের বৈশাখী মেলা

কর্ণফুলী রিপোর্ট

সর্ব কনিষ্ঠ হয়েও সিডনীর ত্রিভঙ্গ বঙ্গবন্ধু পরিষদের একটি অংশ গতকাল সত্যি প্রমান করে দিয়েছে প্রবাসে কিভাবে একটি আনন্দময় মেলা করা যায়, কিভাবে নিজের ঐতিহ্য ও দেশীয় কৃষ্টিকে সমুন্নত রেখে নববর্ষকে বরন করা যায়। নিন্দুকের মুখ ভোঁতা করে ওরা তোতা পাখীর মুখে নববর্ষের গান শুনিয়েছে বছরের প্রথম দিনটিতে। বিশেষন মিশ্রিত সাধু এই কথাগুলো বলেছেন সিডনীর আপামর জনসাধারন যারা অষ্ট্রেলিয়ায় বাঙ্গালী প্রজন্মের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এবারই বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে একই দিনে একই ক্ষনে বৈশাখী মেলা উদযাপন করতে গিয়েছিলেন গতকাল টেম্পি পার্কে। অতিতে সিডনীতে আরো অনেকবার বৈশাখী মেলা হয়েছিল, কিন্তু ঠাকুরের কুষ্ঠি মেলানোর মত বন্ধের দিন, বৈশাখের প্রথম দিন এবং অনুকুল আবহাওয়া সবকিছু মিলিয়ে সিডনীতে খোলা নীল আকাশের নীচে আর কখনো এতবড় বঙ্গ-উৎসব হয়নি। স্বয়ং ভগবানের করুনা দৃষ্টি পড়েছিল রত্নগর্ভা সংগঠন বঙ্গবন্ধু পরিষদের এই কনিষ্ঠ সন্তানটির প্রতি। আগামী হপ্তায় একই দিনে সিডনীতে একই সংগঠনের যমজ বৈশাখী মেলা উদযাপিত হবে, তবে গতকাল শনিবার (১৪/০৪/২০০৭) স্বতস্ফুর্তভাবে সিডনীর বাঙ্গালীরা নববর্ষের যে অমোঘ আনন্দ উপভোগ করেছিল তেমনটি ঐ অনুষ্ঠানগুলোতে হবে কিনা সন্দেহ আছে বড়। কারন আগামী হপ্তার জোড়া-বৈশাখী মেলায় দু দিকে লোক টানাটানিতেই দুপক্ষের কর্মকর্তারা সর্বদা উৎকণ্ঠায় থাকবেন যা দেখা যায়নি গতকালের বৈশাখী মেলায়। কনিষ্ঠ এই বঙ্গবন্ধু পরিষদটির সকল কর্মকর্তারা ছিলেন সদা আনন্দচ্ছল ও নিশ্চিন্ত। তাদের স্থান ও কাল নির্ধারনটি ছিল অতি-সঠিক, তাই অভ্যাগতরা মহানন্দে এবার উদযাপন করলো শাশ্বত বৈশাখী মেলা।

মেলামঞ্চের সামনে উপস্থিত দর্শক-শোতাদের একাংশ. গান শুনছে সকলে

ওদিকে গতকাল সিডনী মহানগরের এ্যাশফীল্ড পার্কে বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীতির বর্ষবরন অনুষ্ঠান থাকায় মেলায় গন-উপস্থিতিতে ভাটা পড়ার কিছুট সংশয় ছিল। একই দিনে দুটি বাংলাদেশী অনুষ্ঠান জেনে মৃদু আফসোস করেছিল কনিষ্ঠ বঙ্গবন্ধু পরিষদের কয়েকজন আয়োজক, কিন্তু হয়েছে ঠিক তার উল্টো। সোনাঝরা রোদ আর নাতিশীতষ্ণো আবহাওয়ার দিনটিতে 'মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশি কিনতে' গড্ডালিকা প্রবাহের মতো দুরদুরান্ত থেকে ছুটে এসেছিল এপার-ওপার দুবাঙ্গলার প্রবাসী সন্তানেরা। মেলবোর্ন থেকে আগত শ্রীমতি উর্মিলা ঘোষালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেলা ময়দানে যেন আশির্বাদের মুক্তোদানা তুন্দ্রাঞ্চলের তুষারের মত অবিরল ঝরে পড়ছিল। তিনি জানালেন তার দীর্ঘ একদশকের অষ্ট্রেলিয় জীবনে কোন বাঙ্গালী অনুষ্ঠানে এতসংখ্যক স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতি তিনি

কখনো দেখেননি। এন, এস, ডব্লিউ প্রদেশের মধ্যভাগের মফস্বল শহর ওয়াগা-ওয়াগা থেকে হন্যে হয়ে ছুটে আসা দার্জিলিং এর কিশোর দত্ত বার বার আবেগে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। 'আজ ধানের ক্ষেতে রোদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলারে ভাই - -' মনের আনন্দে তিনি শ্রী মাধবী দত্তের সাথে সবুজ মেলা প্রাঙ্গনের কুলঘেঁষে গড়িয়ে যাওয়া হ্রদের স্বচ্ছ জলধারার খোলামকুচী-ছোঁড়া ঢেউয়ে দৃষ্টি রেখে দ্বৈতকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন। গোধুলীর আভা মুছে যাওয়ার কিছু আগে তাকে মেলার তাৎক্ষনিক উপস্থিতি সংখ্যা অনুমান করতে বল্লে, তিনি একজন বিজ্ঞ পরিসংখ্যানবিদের মতই চোখ মুদে গুনে বল্লেন "আনুমানিক হাজার পাঁচেক তো হবেই।" তবে কত এলো কত গেল, দিনভর উপস্থিত থাকা উর্বশী এক বঙ্গ ললনা শর্মিষ্ঠা দেবীকে জিজ্ঞেস করতেই হড়হড়িয়ে বললো 'হাজার দশেক তো গড়িয়ে গ্যাছে দাদা'। ক্যামন লাগছে জানতে চাইলে ক্ষুদ্র অথচ ভারী একটি শব্দ ঝেড়ে ছুটে গেলেন মেলামঞ্চের দিকে, বলে গেলেন 'অ-পূ-র্ব'। ছুটে যাওয়া শর্মিষ্ঠার সিঁদুর থেকে ঝরে পড়া রঙে তখন পশ্চিমের আকাশ ছিল রক্তিম, রঙিন।

মেলার কর্তা রফিকুল ইসলাম (বাঁয়ে) সাথী কর্মীদের সাথে আনন্দে উচ্ছল

কনিষ্ঠ বঙ্গবন্ধু পরিষদটির সভাপতি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ও সাধারন সম্পাদক গাউসুল আযম শাহজাদা তাদের কর্মী ও দলিয় কর্তাদের নিয়ে আগত অতিথিদের সেবায় সর্বদা ছিলেন সচেষ্ট। নওজোয়ান কর্মী ইফতেখার উদ্দিন ইফতু, আমান উল্ল্যা এবং প্রবীন কর্মকর্তা রবিন বনিক, সিরাজুল ইসলাম, সফিকুর রহমান, নজরুল ইসলাম ও ড: অরিবন্দ সাহা সহ প্রত্যেকের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বল্প সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া অনুষ্ঠানটি সফল ও স্বার্থকভাবে উদযাপিত হয়েছিল। আয়োজকরা বিশাল ফ্লাড লাইট দিয়ে রাতের আঁধারকে মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। দক্ষ প্রহরী নিয়োগ করে অভ্যাগতদের নিরাপত্তা বিধানেও কার্পন্য করেননি। তবে স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় গাড়ী নিয়ে আসা অতিথিরা পার্কিং যন্ত্রনায় পড়ে বিব্রত হয়েছিলেন অনেক।

মধ্যাহ্নের সামান্য আগে ম্যারিকভীল কাউন্সিলের মেয়র আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪১৪ সনের সিডনীর বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন। দিনের মধ্যভাগে অর্থাৎ মেলার প্রারম্ভে লোক সমাগম তেমন ছিলনা, কয়েকশ লোক ইতস্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঘন ও পুরু ঘাস-কার্পেটে মোড়ানো সবুজ মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু বেলা পড়ার সাথে সাথে অতিথি সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিকেল তিনটার মধ্যেই প্রায় আড়াই হাজার লোক জমা হয়ে যায়। নয়া দিল্লীর কনাট প্লেসের সেই বিখ্যাত পালিকা বাজারের মত বরাবর মধ্যভাগ থেকে ঢালু হয়ে গড়িয়ে পড়া সবুজ টেম্পি পার্কের চারিপাশ ঘিরে শুভ্র-ধবল ছাউনির হরেক রকমের পঞ্চান্নটি ষ্টল বসেছিল। বই থেকে খই সব কিছু ছিল মেলার ষ্টলগুলোতে। হেমা এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার পিন্টু মহাজনের বইয়ের ষ্টল ছিল হাজার বইয়ে সমৃদ্ধ। মোবাইল আইসক্রীমের দোকান বসেছিল দুটি। চটপটি, ঝালমুড়ি, বৈশাখী পিঠা, কাবাব, নান রুটি,

হালিম ও ঝিনুকে আঁচড়ানো কাঁচা আমের মুখরোচক হালুয়ার দোকানে ক্রেতার ভীড় লেগেই ছিল রাত সাড়ে নটা অবধি। বেচাকেনা শেষে মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছে কয়েকজন দোকানী, অনুমানের চেয়ে অসংখ্য লোকের সমাগমে তাদের আনা খাদ্য-দ্রব্যাদি বিক্রি হয়ে গেছে মুহুর্তে হু-হু করে। লাভের অংক আরো বেশী হতো যদি তাদের অনুমান ভুল না হতো। বৃহৎ মেলা আঙ্গিনার এক প্রান্তে বসানো হয়েছিল 'মেলা-মঞ্চ' যেখানে বিকেল থেকে রাত অবধি চলেছিল কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন, একক সঙ্গিত ও ব্যান্ডের গান। বিশিষ্ট নাট্যকর্মী শাহিন শাহনেওয়াজের কণ্ঠে কবি সৈয়দ শামসুল হকের কালজয়ী 'নূরুলদীনের সারাজীবন' কবিতাটি মেলাগত সকলের সারাজীবন মনে থাকবে, শিশু শিল্পী অরিত্রি বড়ুয়ার নৃত্য মন কেড়েছে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলের আর রাতের ব্যান্ড-সঙ্গীত নবপ্রজন্মের হৃদয়ে খই ফুটিয়েছে সুরের উম্মাদনায়।

হরেক রকম পোশাকে সেজে আসা অতিথিরা বৈশাখের দিনেই বৈশাখী-শুভেচ্ছা দিয়ে মেলাতে কুশলাদি বিনিময় করে। মেলাতো নয় যেন তীর্থমেলা। সিডনীতে নব গঠিত এরকম নবীন একটি সংগঠন এত সুন্দর ও আনন্দঘন মেলা প্রবাসী বাঙ্গালীদের উপহার দিতে পারবে অনেকেই তা ভাবতে পারেনি। মেলার লোক সমাগম ও সার্বিক সফলতা দেখে প্রতিদ্বন্দী বৈমাত্রীয় সংগঠনগুলোর ধারনা একেবারেই পাল্টে গেছে। আগামীতে একই সংগঠন কর্তৃক আরো কিছু ভালো অনুষ্ঠান আশা করছে অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী বাঙ্গালীরা। সমস্বরে সাধুবাদ জানিয়ে সকলে বলেছে জয়তু কনিষ্ঠ বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জয়তু মেলার আয়োজকবৃন্দ

পুত্রবধু ও শাশুড়ি, মেলামঞ্চের সামনে দুপ্রজন্মের দুজন অতিথি

বৈশাখী মেলার আরো রঙিন ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন